Department of Political Science

Dumkal College

For Semester III Honours Students

CC-T-5: Indian Political Thought (Ancient & Medieval)

Synopses:

1. প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক বৈশিষ্ট।
2. কৌটিল্যের মণ্ডল তত্ত্ব।
3. আদর্শ শাশনব্যাবস্থা ও সুলতান প্রসঙ্গে জিয়াউদ্দিন বারানী।
4. কবির

Ancient Indian Political Thought:
CC-5; Unit-1

ভারতবর্ষের পুরাণসাহিত্যে যে 'সত্য' যুগের কথা বলা হয়েছে সেখানে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না - মানুষ স্বাভাবিক-ভাবেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতেন, এই যুগে সকলেই 'ট্রাইব' (Tribes)-এর মধ্যে সমান বসবাস করতেন,

'মহাভারত'-এর 'শান্তি পর্ব'-এর ৬৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, সত্য যুগে কোনো রাজা বা দণ্ডিত (যিনি দণ্ড দান করেন) ছিলেন না, পরবর্তী সময়ে 'পরিবার' (Family), 'বর্ণ ব্যবস্থা' (Caste system) ও 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' (Private Property)-এর উদ্ভব ঘটে সমাজে, কারণ পূর্ববর্তী ট্রাইবাল সমাজে সংগৃহীত-উৎপাদিত খাদ্য ও সম্পদ সকলের মধ্যে সমবণ্টিত হতো - সেখানে এই সাম্য, সাম্যবাদী সমাজনীতি লক্ষ্য করা যায়,

মহাভারত-এর 'শান্তি পর্ব'-এর ৬৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পারিবারিক অধিকার, এবং বর্ণজাতিভেদের মাধ্যমে যেন 'অরাজকতা' - 'মাৎস্যন্যায়' - না ঘটে, তার জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছিল, 'রাজা'-র সৃষ্টি করা হয়েছিল,

ঋগ্বেদের যুগে জন/গোষ্ঠী/যূথবদ্ধ সমাজ-জীবনের উল্লেখ পাওয়া যায়, ঋগ্বেদের যুগের প্রথম পর্ব ও তার পরবর্তী সময়ের সমাজে ছিল জন, সভা, বিশ-এর অস্তিত্ব। গৌতম বুদ্ধের যুগে 'বর্ণ ব্যবস্থা' ও 'দ্বিতীয় নগরায়ন'-এর সূচনা ঘটে, শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। মৌর্য যুগে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রযুক্ত সমাজের উদ্ভব ঘটে - জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ লক্ষ্য করা যায়,

মেসোপটেমিয়ার যুগে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যের অভূতপূর্ব অগ্রগতি, মুদ্রা ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, আর নগরায়ণের প্রকৃত উন্নতি ঘটেছিল।

সিন্ধু-সভ্যতা: সিন্ধু নদের অববাহিকায় 'হরপ্পা' ও 'মহেঞ্জোদারো'কে কেন্দ্র করে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ অব্দে, ব্রোঞ্জ যুগে, ভারতের ইতিহাসে প্রথম 'নগরায়ণ' ও সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। এই সভ্যতার মানুষ পশুপালনে (ষাঁড়, মহিষ, ভেড়া, উট, কুকুর), কৃষিকাজে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। নগরের চারদিকে প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। এই সভ্যতা শ্রেণীবিভক্ত ছিল — সমাজ-রাষ্ট্রের শীর্ষে ছিলেন শাসকশ্রেণী। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে, এই সভ্যতায় কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মর্টিমার হুইলার মত দিয়েছেন যে সিন্ধু সভ্যতার রাজনৈতিক ব্যবস্থা শাসন করেছেন: 'পুরোহিত-রাজা'। এইচ. ডি. সাংকালিয়ার মতে, কেন্দ্রীয় শাসন ছিল একজন দৃঢ় উদারনৈতিক স্বৈর-শাসকের হাতে। এই ব্যবস্থায় যোদ্ধাদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এবং প্রধানে বিদ্বান, পণ্ডিত শ্রেণীবদ্ধ অধিকর্তা ছিল— পুরোহিত, জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসক, যাদুকর।

ঋক বৈদিক যুগ ছিল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-১০০০ অব্দ। প্রথম দিকে আর্যরা স্থায়ী বসতি গড়ে তুলতে পারেননি — কারণ পশুচারণের জমি ও পশুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ ঘটতো, এই যুদ্ধগুলোকে বলা হতো: 'গবিষ্টি', প্রত্যেক গোষ্ঠীর রাজাকে বলা হতো: 'গোপতি',

ঋগ্বেদের যুগের প্রথম দিকে সমাজ ছিল ট্রাইব-ভিত্তিক, আর্যদের সংগঠন করা হতো গোষ্ঠীর মধ্যে, ট্রাইবের একটি অংশকে বলা হতো: 'জন', 'বিশ' আদি যেমন ভ্রাম্যমাণ স্থায়ী বসতি স্থাপন করতো, তখন সেই ভূখণ্ডকে বলা হতো: 'জনপদ', আবার, 'গ্রাম' শব্দটির মূল অর্থ ছিল 'একটি দল'; এই দলের মানুষেরা যেখানেও বসতি স্থাপন করেছে, সেই স্থানকে বলা হতো: 'গ্রাম', 'কুল', 'গৃহ' বলতে বোঝানো হতো যৌথ-পরিবারকে যেখানে একটি বংশের চার পুরুষ একসাথে বসবাস করে, এই পরিবার, গ্রাম- সবই ছিল 'পুরুষতান্ত্রিক'।

ঋগ্বেদের 'পুরুষসূক্ত' থেকে জানা যায় যে, আদিপুরুষ ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরুদেশ থেকে বৈশ্য, এবং পা থেকে শূদ্রের উদ্ভব ঘটেছিল, কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, এই 'পুরুষসূক্ত' অনেক পরবর্তী সময়ের রচনা, আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের পার্থক্য বোঝাতে 'বর্ণ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল: আর্যরা গৌর বর্ণের, আর অনার্যরা কৃষ্ণাঙ্গ, অর্থাৎ আর্য বর্ণের সঙ্গে দাস বর্ণের পার্থক্য হলো: বর্ণ। সমগ্র ঋগ্বেদে ৩৪ বার 'ব্রাহ্মণ' আর ৯ বার 'ক্ষত্রিয়' - শব্দের উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, এই পর্বে বর্ণপ্রথা বংশানুক্রমিক ছিল না। বৃত্তিমূলক ছিল, জাতিভেদ প্রথা ছিল না, মানুষ ইচ্ছা অনুসারে বৃত্তি গ্রহণ করতে পারতেন, একজন স্তোত্র-রচয়িতা লিখেছিলেন: 'আমি কবি, আমার পিতা চিকিৎসক, আর মাতা শস্য-পিষণকারিণী,' এ-সমাজে অস্পৃশ্যতাও ছিল না।

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রচিন্তায় 'মণ্ডলতত্ত্ব' / আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়ে কৌটিল্যের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা কর।

DUMKAL COLLEGE
ESTD 1999
MURSHIDABAD

ভূমিকা- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল- "কূটনীতি"(Diplomacy)। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক চিন্তায় এই কূটনীতির অন্যতম প্রধান অভিব্যক্তি ছিল "মণ্ডলতত্ত্ব"। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র"-এ একটি বিশেষ স্থান লাভ করেছে। অর্থশাস্ত্রের ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে কৌটিল্য আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে কূটনৈতিক ধারণা তথা তাঁর "মণ্ডলতত্ত্ব" দান করেছেন। কৌটিল্যের মতে, কূটনীতি হল "নয়" এবং যে রাজা এই নয়-এর অর্থ সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারবেন, শুধু তাহলেই তার বিশ্বজয়ের সামর্থ্য আছে। "সমগ্র পৃথিবী জয়তি"(৬/২)। এই মণ্ডলতত্ত্ব এই ~~বিজয়ী~~ বিজিগীষু রাজার আবশ্যিক একটি অমূল্য তত্ত্ব।

U.N. Ghoshal তাঁর "A History of Indian Political Ideas" (1959) গ্রন্থে বলেছেন যে, "বৈরিতা মিত্রতা ও নিরপেক্ষ সম্পর্কযুক্ত কতকগুলি রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকাশ এবং যার কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করেন বিজিগীষু রাজা।" এই কেন্দ্রবর্তী রাজা আধিপত্যকামী ও স্বতন্ত্র ও বৈরিতার আধার। কৌটিল্য দেখিয়েছেন যে,-

অরি (১) বিজিগীষু রাজার রাজ্যের ভূখণ্ডের যে কোন দিকে অবস্থিত অন্য রাজ্য হল বিজিগীষুর স্বাভাবিক "অরি";

মিত্র (২) অরির রাজ্যের ভূখণ্ডের সীমান্তবর্তী রাজ্য আবার অরির স্বাভাবিক বৈরী ও বিজিগীষুর 'মিত্র';

অরিমিত্র (৩) মিত্র রাজার ভূখণ্ড সংলগ্ন রাজ্য আবার মিত্রের স্বাভাবিক শত্রু ও অরির স্বাভাবিক মিত্র;

মিত্রমিত্র (৪) অরিমিত্র রাজার ভূখণ্ডের প্রান্তবর্তী রাজ্য মিত্রের স্বাভাবিক বন্ধু; ইনি মিত্রমিত্র;

অরিমিত্রমিত্র (৫) মিত্রমিত্র রাজ্যের সংলগ্ন রাজ্য অরিমিত্রের স্বাভাবিক বন্ধু; এ হল- অরিমিত্রমিত্র। - কৌটিল্যের মণ্ডলতত্ত্ব এইভাবে বিজিগীষু রাজার সম্মুখভাগে মোট পাঁচটি রাজ্যের সমাহার যাতে শত্রুরাজ্যের সংখ্যা ৩টি ও মিত্র-রাজ্যের ২টি।

বিজিগীষু রাজার ভূখণ্ডের পশ্চাদ্ভাগের সংলগ্ন আরো ৪টি রাজ্যের উল্লেখ করেছেন কৌটিল্য-

(১)
পার্ষ্ণিগ্রাহ: বিজিগীষুর রাজ্যের ঠিক পশ্চাতের প্রথম রাজ্য এটি। পার্ষ্ণিগ্রাহ

র আছেন বিজিগীষুর সম্পর্কে বৈরিতায়।

আক্রন্দ (৩) পার্ষ্ণিগ্রাহের পশ্চাতে অবস্থানের প্রথমোক্তের রাজা বিজিগীষুর স্বাভাবিক বন্ধু; এই রাজা হলেন- আক্রন্দ।

(৫) পার্ষ্ণিগ্রাহাসার- আক্রন্দের পিছনের প্রথমোক্তের রাজা আবার পার্ষ্ণিগ্রাহের স্বাভাবিক বন্ধু ও এই রাজা বিজিগীষু রাজার বৈরী।

৬, আক্রন্দাসার- পার্ষ্ণিগ্রাহাসারের পশ্চাতে অবস্থিত রাজা আক্রন্দকে সাহায্য করেন পার্ষ্ণিগ্রাহাসারের বিরুদ্ধে।

-অর্থাৎ, বিজিগীষু রাজার পশ্চাৎ অংশে দুটি শত্রু ও দুটি বন্ধু রাজ্য অস্তিত্ব আছে।

কৌটিল্য অভিমতানুসারে মধ্যম হলেন সেই রাজা যিনি বিজিগীষু ও অরি রাজ্যের নিকটে, যিনি তাদের প্রত্যেকের দ্বারা আক্রান্ত হলে তাদের প্রত্যেককেই প্রতিরোধ করতে পারেন;
~~নিরপেক্ষ হলেন~~

আবার, উদাসীন হলেন সেই ~~দূর~~ রাজা যিনি অরি- মধ্যম ও বিজিগীষু অপেক্ষা বহু শক্তিযুক্ত, যিনি এই তিন রাজা সমবেতভাবে বা একক আক্রমণ অনায়াসে প্রতিহত করতে সক্ষম পারেন;

সুতরাং, বিজিগীষু রাজা, তার সম্মুখের পাঁচজন রাজা ও পশ্চাতের চারজন রাজা, মধ্যম ও উদাসীন- এই মোট বারোজন রাজার সমাহারে সংগঠিত হয় কৌটিল্যের "দ্বাদশ রাজমণ্ডল," এই দ্বাদশ ~~রাজমণ্ডল~~ রাজা হলেন "রাজপ্রকৃতি", আবার, প্রত্যেক রাজপ্রকৃতির অমাত্য- ~~জনপদ~~ জনপদ- দুর্গ- কোষ ও দণ্ড- এই পাঁচ প্রকারের "দ্রব্য-প্রকৃতি" রয়েছে; অর্থাৎ মোট দ্রব্যপ্রকৃতি হল 12×5=60 টি।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত এই মণ্ডলতত্ত্ব আধুনিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও ক্ষমতাভিত্তিক রাজনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা "বাস্তববাদী তত্ত্বের" আদি রূপ। কৌটিল্য রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ ও নৈতিকতা-বিহীন সত্তা হিসাবে আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কের ক্ষেত্রে উপস্থাপন করেছেন যেখানে রাষ্ট্র তার নিজের বাস্তব শক্তি বুঝে নিজের আত্মসম্প্রসারণ (বিগ্রহ) বা আত্মরক্ষা (সন্ধি) করবে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড- এই চার উপায়কে প্রয়োগ করে এবং, একমাত্র এভাবেই বিজিগীষু রাজা মণ্ডলের মধ্যে শক্তির ভারসাম্য (Balance of power) সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ, কৌটিল্যের "মণ্ডল তত্ত্ব" এক ভারসাম্যবাদী বহিঃরাষ্ট্রীয় তত্ত্ব।

MURSHIDABAD * DUMKAL COLLEGE

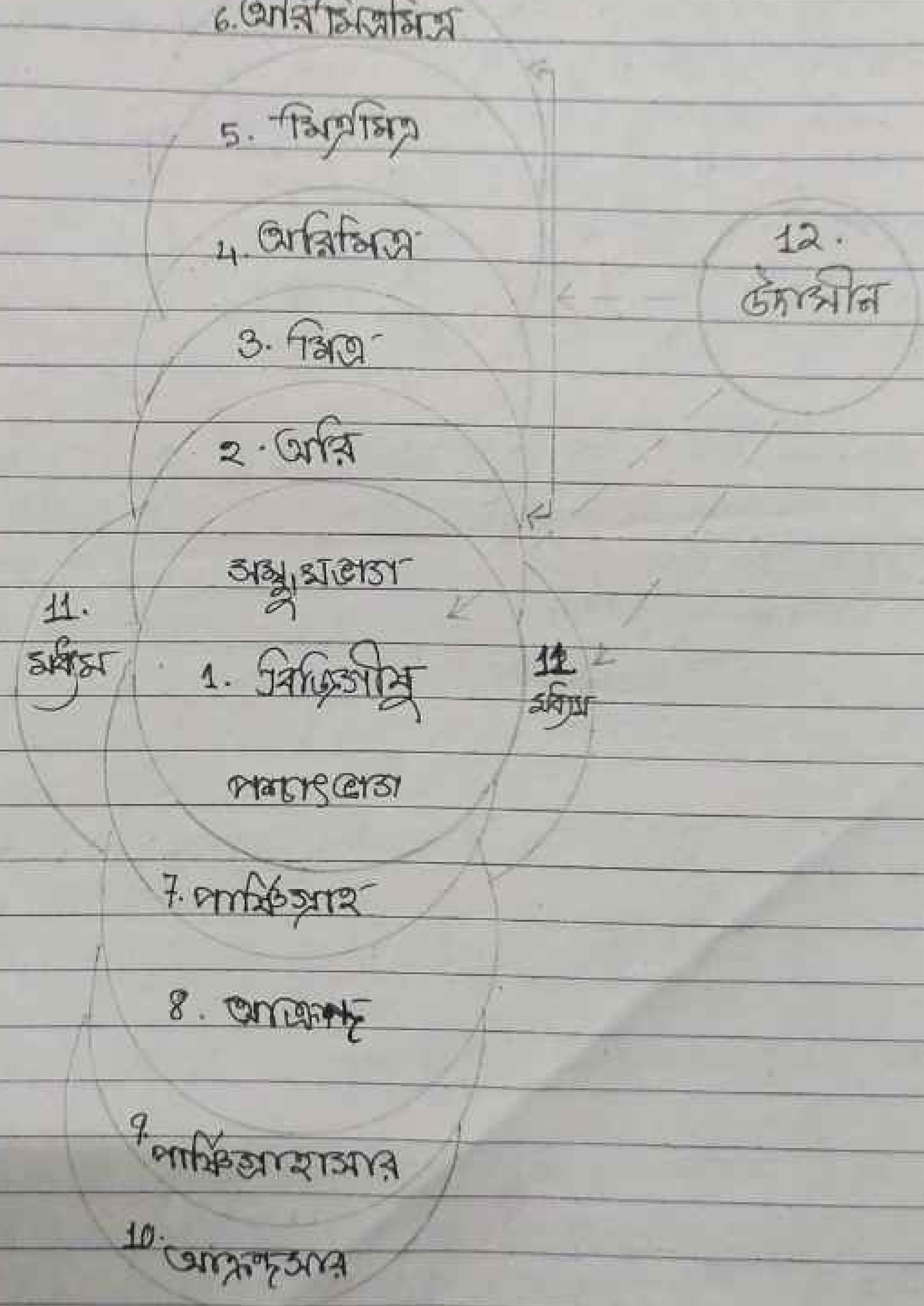

= আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্কে কৌটিল্যের দ্বাদশ মণ্ডলতত্ত্ব

... COLLEGE, MURSHIDABAD

• Discuss the political ideas of Ziauddin Barani.

মধ্যযুগে ভারতে রাষ্ট্রচিন্তার প্রবাহ ঐতিহাসিকভাবে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পর্বে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল: 'সুলতানী পর্ব'-এর রাষ্ট্রচিন্তা ও 'মুঘল যুগ'-এর রাষ্ট্রচিন্তা। জিয়াউদ্দিন বারানী (1285-1357 খ্রীঃ) ছিলেন প্রথম পর্বের রাষ্ট্র-চিন্তাবিদ। তাঁর লেখনীগুলিতে তুর্কি অভিজাত শ্রেণী ও সুলতানী পর্বের সাক্ষ্য মেলে। তিনি ছিলেন আনুমানিক ফিরোজ তুঘলক-এর সমকালীন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার মূল গ্রন্থ হল- 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী', যেখানে তিনি 'আদাব উল মুলুক'-এর আলোচনা করেছিলেন। তৎকালীন সুলতানী পর্বের রাজনীতি, উদ্দেশ্য ও স্বার্থ, রাজনীতির ধর্ম ও সমাজ চিন্তার সমন্বয় হল তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের উৎস।

'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থে বারানী বলেছেন যে, ইতিহাস কেবল বাদশাহদের গুণকীর্তন ও সুকীর্তির বর্ণনা নয়, ইতিহাস বাদশাহদের সমালোচনার ক্ষেত্রেও সাহায্য করে। কিন্তু, ঐতিহাসিক হলেও তাঁর উচ্চবংশজাত ও ধর্ম সম্পর্কে বিশ্বাস, তিনি স্বয়ং রাজদরবারে 'সুফী মতাদর্শ' দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এছাড়া, বারানী বলেছেন, নবী-খলিফা ও বাদশাহ, নিজামুদ্দিন আউলিয়া, আমীর খসরুর জীবন ও কর্মের অনুশীলন হল ইতিহাস। সমাজের বিশিষ্ট ও বংশবিশিষ্ট ব্যক্তিরা ইতিহাস পাঠ ও আলোচনা করবেন।

বারানীর অভিপ্রায় ছিল হজরত আদম থেকে কালানুক্রমিকভাবে সুলতান ফিরোজ শাহ-এর শাসন পর্যন্ত রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা করা। কিন্তু, তা সম্ভবপর না হওয়ায় 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'-এর পরিপূরক গ্রন্থ হিসাবে তিনি 'ফতোয়া-ই-জাহানদারি' রচনা করেছিলেন। এই দুই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে বারানীর রাজনৈতিক চিন্তার বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিফলিত হয়েছে:
i) রাষ্ট্র-ইসলাম ও ইসলামীয় ভাবধারা;
ii) শ্রেণি স্বার্থের প্রভাব, বিশেষত Aristocratic-এর রাজনৈতিক ক্ষমতা;
iii) ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা
ও, iv) বিভিন্ন সুলতানদের সিংহাসন লাভ ও পতনের বিশ্লেষণ;

বারানীর চিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠেছিল, 'ভারত-উপমহাদেশে মুসলিম শাসকেরা কীভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে?' - এই প্রশ্নটি। তাঁর মতে, 'মুসলিম রাজতন্ত্র'-এর প্রতিষ্ঠাই হল এই প্রশ্নের উত্তর। রাজতন্ত্র হল 'স্বাভাবিক' (Natural)। হজরত আলীর মৃত্যুর পর 'উমাইয়া খলিফাদের'-এর দ্বারা ইসলাম জগতের সর্বত্র রাজতন্ত্র ও মুসলিম সাম্রাজ্যের দ্রুত উত্থান ঘটেছিল।

'The City of God':-

ইউরোপের মধ্যযুগের তাত্ত্বিক St. Augustine-এর মতো, বারানীও ভারতের মধ্যযুগে 'দুই জগতের তত্ত্ব' উপস্থাপিত করেছেন - 'পার্থিব রাজ্য' ও 'ঈশ্বরের রাজ্য'। ঈশ্বরের রাজ্য হল প্রকৃত রাজ্য। ঈশ্বর ইহলোকে রাজার সৃষ্টি করেছেন। আবার, পাপীদের শাস্তি প্রদান করবেন আল্লাহ। বিশ্বজগতের রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠুভাবে শাসন করবেন আল্লাহ। পার্থিব রাজ্যকে বারানী তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন:

ক) শরীয়ত-নির্দেশিত পদ্ধতির বা শরীয় কানুন;
খ) শরীয় কানুনকে অনুসরণ করে পরিচালিত এমন কিছু কানুন, যাদের প্রতি আলেমদের সম্মতি আছে;
গ) শরীয় পন্থাকে অনুসরণ না করে কিছু কানুন স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে, যাদের আলেমরা শাস্তি প্রদান করেন। – সুতরাং, বাদশাহ-এর প্রধান কর্তব্য হল আলেমদের প্রতিনিধিত্ব করা।

বারানী বলেছেন, রাজনৈতিক আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে মুসলমানদের শরীয়তের আদর্শ বজায় রাখা দরকার। হযরত মহম্মদ-এর আবির্ভাবের পূর্বে পারস্য দেশের সম্রাটদের প্রভাব ছিল, সেই যুগেও তার প্রতিফলন ঘটেছিল। মাহমুদ ঘোরী, ইলতুৎমিশ কায়েম করতে পেরেছিলেন তার একমাত্র কারণ তারা মুসলমানদের মধ্যে আল্লাহকে স্থাপন করেন, মুহম্মদ ও খলিফাদের বাণী দিয়ে। কিন্তু, প্রশাসনের অন্তর্ভুক্তি নিজেদের কাজে পূরণ প্রয়োজন–
i) কানুনের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শিক্ষিত ও গুণবান; যাতে কানুনের প্রতি জনগণের ধার্মিক শ্রদ্ধা ও আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হয়;
ii) কানুনে কানুনগত পরিচালনা করবেন আন্তরিকভাবে, শরীয় সংবিধানের অনুসারে
iii) তাঁর আচরণ হবে রাজকীয়, উদার, নীতিপরায়ণ, সৎ, সরল ও যুক্তিবাদী।

বারানী বিশ্বাস করতেন যে, স্বেচ্ছাচারী, আত্মম্ভরিক, স্বেচ্ছাচারী কানুনে যাঁরা আল্লাহর থেকে দূরে সরে যান। তাই, পারস্যের সম্রাটদের মতো বাদশাহ অনুসরণ করবেন এই জন্য রাজনীতিতে মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত হবেন, তা হবে একজন মুসলমানের মৃত পশুর মাংস ভক্ষণের মতো গুনাহ। তাই, জ্ঞানী, বিদ্বান ব্যক্তির সাথে পর্যালোচনা ও মন্ত্রণা করে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন কানুনে; তবে, সুলতান যদি না রাখেন, পার্শ্বচরদের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু তাঁর জন্য সমগ্র রাষ্ট্র ও প্রজার বিপর্যয় ঘটতে পারে। সুলতান পার্শ্বচরদের কাছে কোনো বিষয় গোপন রাখবেন না, কিন্তু, তাদের আলোচনা অবশ্যই গোপন রাখবেন, পরামর্শদাতাকে সুলতান যথেষ্ট সুরক্ষার ব্যবস্থা করে দেবেন, তাঁর মত ভিন্নমতকে সুলতান গ্রহণ করবেন যুক্তিসঙ্গতভাবে। বারানী 'নিকৃষ্ট' ও 'প্রকৃত কানুন'-এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন; নিকৃষ্ট পুরুষ-স্ত্রীর অভ্যাসের বিবেচনা করেন, যারা পরে, চাটুকার পরিণত হয়, ও পরিবর্তে সম্মান, পদ ও সম্পদ লাভ করে, নিকৃষ্টদের প্রতিভারা ও জ্ঞান বিশেষজ্ঞরা দুর্নীতিতে রূপান্তরিত হন। কিন্তু, প্রকৃত কানুনে কেন্দ্র ও ধর্ম-অনুসারী জ্ঞানীদের পরামর্শে রাষ্ট্রধর্ম আত্মনিয়োগ করেন।

বারানী তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক চিন্তায় 'ধর্ম ও রাজনীতি'-কে একই ভাবে বিচার করেছেন। এই দুই উপাদান অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কিন্তু, শরীয়ত, সম্মান ও কানুনের ভূমিকা সম্পর্কে বারানীর দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিমুক্ত ছিল না; তবে বাস্তব দিকের ভিত্তিতে কলুষিত বলা যায় না। কিন্তু, বারানী ইসলাম সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা নির্ধারিত, সুতরাং তিনি প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে সমসাময়িকের সমাজ-পরিস্থিতি তাঁর অবদান রাজনৈতিক তত্ত্ব গঠন করেছিলেন।

Semester-III H-CC-V Unit-4

Indian Political Thought (CC-5)

Unit-4-5: Principle of Syncretism in Medieval India - Kabir's views.

ভারতে মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্বে, সুলতানি ও মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠা, সুলতান ও বাদশাহদের যুদ্ধ, পররাষ্ট্র নীতি, আগ্রাসনবাদী মনোভাব পাশাপাশি হিন্দু ও মুসলিম প্রতিবেশী, তাদের বিরোধ ও বিভাজনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সহাবস্থানের অভিজ্ঞতাকে পুষ্ট, ইসলাম শাসনের প্রতিষ্ঠার ও বিস্তারের পর্বে শাসন-প্রশাসনের বিপরীতে ভারতে সুফিবাদ ও ভক্তির প্রবর্তন ও প্রসার ঘটে: তুর্কি আফগানী ভাষী, তৈমুর এবং সুলতান মামুদ বা চেঙ্গিস খাঁ ছিলেন এক দক্ষ সেনানায়ক, মধ্যযুগে এই শতাব্দীতে বাংলাভূমির সঙ্গে সঙ্গে বিভাজিত রাজনীতি আবুল ফজল, শাহ ওয়ালিউল্লাহ, জোনো আর্নেস্ট, জিয়াউদ্দিন, চৈতন্যদেব, শিখ গুরু গোবিন্দ সিং - প্রমুখ ব্যক্তি-চিন্তকদের রাজনৈতিক ধারণা ও মতামত দুটি ক্ষেত্রে মধ্যযুগের ভারতীয় রাজনৈতিক ভাবনার প্রবাহকে পরিপুষ্ট করেছিল। তবে, মধ্যযুগের সমাজ-রাজনৈতিক ইতিহাসে ও ধারায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্রোত পরিলক্ষিত হয়: 'সমন্বয়বাদী ভাবনা' (Syncretism)।

এই ধারণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল 'সুফী দর্শন', এবং তার সঙ্গে 'ভক্তি আন্দোলন'।

A) সুফী দর্শন: 'সুফী' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়, একদল মনে করেন যে, আরবী 'সাফা', যার অর্থ 'পবিত্রতা', তার থেকে 'সুফী' শব্দের উৎপত্তি, সুফী সন্তদের হৃদয়ের পবিত্রতা ও উদারতার জন্য এমন নির্দেশ করা হত, আবার অন্য ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, আরবী 'সুফ' শব্দ থেকে 'সুফী' শব্দের উদ্ভব, আরব দেশে একশ্রেণীর সাধক, ফকির, পীর, দরবেশরা পশমের কাপড়ের পোশাক পরতেন বলে 'সুফ' বলা হত, ভারতে ত্রয়োদশ শতকে ইসলাম ধর্মের একটি প্রগতিশীল মৌলিক অঙ্গ হিসাবে সুফী দর্শনের উদ্ভব ঘটেছিল, যেখানে হিন্দু ও মুসলিম - দুই ধর্মের মানুষই সমন্বিত হয়েছিল। সুফী সঙ্গীতের একটি অংশে এই সমন্বয়ের কথা বলা:

"রাম রহিম না জুদা করো
দিলকো সাচ্চা রাখো জী।"

সুফী দর্শনের এই সমন্বয়বাদী আদর্শ গোঁড়া ইসলামী উলেমাদের বিরাগের পাত্র ছিল, এবং, তাঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে আজও অবধি এই দর্শন অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল, সুফী দর্শনের পাঁচটি মৌলিক নীতি ছিল:

a) সঙ্গীতের মাধ্যমে ঈশ্বরের/আল্লাহর কাছে পৌঁছাবার চেষ্টা;

b) 'অতীন্দ্রিয়বাদ' বা 'মরমিয়াবাদ' (Mysticism);

৪) ভক্তির-মরমিয়া-যুক্ত ধর্মমত;
২) সুফির মাধ্যমে ধর্মের সমন্বয় - সেবার শিক্ষা
৩ ৫) ভালবাসা-প্রেম-অহিংসা পরম ধর্ম,

সুফী দর্শন ইসলাম ধর্মের 'উদার রূপ', সুফী সাধকদের শিক্ষা ছিল নৈতিক আদর্শ ও মানবপ্রীতি, অর্থাৎ 'মানবতাবাদ' (Humanism), তাঁদের চিন্তায় হযরত মহম্মদের জীবনের আদর্শ, পবিত্র কোরানের একেশ্বরবাদী উচ্চারণ, ভারতের বেদান্তবাদী ধারা, বৌদ্ধ সন্ন্যাস জীবনের চর্চা, খ্রীষ্টানদের অতীন্দ্রিয়, ও নব্য-প্লেটোবাদী দর্শন মিশ্রিত হয়েছিল, পারস্য থেকে আগত এই সুফী সাধকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন:

১/ নিজামুদ্দিন আউলিয়া,
২/ নাসিরুদ্দিন চিরাগি,
৩/ সরফুদ্দিন আহমেদ মানেরি, ও
৪/ মইনুদ্দিন চিশতি,

এদের মধ্যে প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আজমীরে থাকা মইনুদ্দিন চিশতির ও সম্রাট আকবরের গুরু নিজামুদ্দিন আউলিয়ার অনুগামী ছিলেন, মইনুদ্দিন চিশতির আজমীর শরিফে প্রতিষ্ঠিত মাজার হিন্দু-মুসলমান-উভয়েরই তীর্থস্থান, আকবরের প্রবর্তিত দীন-ই-ইলাহী ধর্মমতের মূলসূত্র সুফী দর্শন থেকেই নিশ্চিত ছিল, এছাড়া শরিয়তপন্থীদের সাথে একটি অনাবশ্যক ক্ষমায় সুফী দর্শনের মূল আদর্শ ধরা আছে:

"ছুরির চেয়ে সুঁচ অনেক শ্রেয়, কারণ ছুরি শুধু টুকরো টুকরো করে দেয়; কিন্তু সুঁচ দুটি টুকরোকে জোড়া দেয়।"

সুফী ধর্মমতে-

(i) মানবিক জীবনচর্যাতে আধ্যাত্মিক রূপ, মানুষের সেবা, দুঃখে কষ্টে অন্যের পাশের ভাবনায়, তাঁরা শুধু আল্লাহ্‌র হতে চান,
(ii) আত্মসংযম, ভক্তি, ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণ, ক্ষমা, নিষ্ঠাযুক্ত জীবনযাপন সুফীবাদের আদর্শ,
(iii) সুফী ধর্মবিশ্বাসে ইসলাম-অনুসারী অথচ উদার, তারা ইসলাম নীতিতে প্রকৃতই অবহিত ছিলেন, কোরান থেকে বাদ দিয়েছিলেন, এদের এই মধ্যে সঙ্গীতক্রিয়া প্রবর্তন লক্ষ্য করা যায়,

পরবর্তীকালে, সুফীবাদ ভারতে একেশ্বরবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সাম্য-মৈত্রী-সৌহার্দ্যের মাধ্যমে যেমন, তা মধ্যযুগের যুদ্ধ, সংকীর্ণ, রক্তপাতের অন্ধকারে একটু আলো দূর করতে সক্ষম হয়েছিল, সুফী সাধক মানুষ

DUMKAL COLLEGE · MURSHIDABAD · ESTD 1999

সুফীরা ইসলামের নীতি ও ভাবধারা থেকে, ভক্তি সম্প্রদায়ের ধারণা মানুষকে আরো বেশি ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিল। উদাহরণ: আজমীরের খাজা মইনুদ্দিন চিশতি-এর জীবন সুফী সাধকদের প্রভাবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(B) ভক্তি আন্দোলন: ইউরোপে 'ধর্মসংস্কার আন্দোলন' (Reformation) ঘটেছিল খ্রীষ্ট ধর্মের দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মাধ্যমে। একইভাবে হিন্দু ধর্মের ভিতর থেকেই ভক্তি আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছিল। এর দুটি মৌলিক ধারণা ছিল: 'ভক্তি' (Devotion) ও মুক্তি (Salvation)। ভক্তি বলতে ঈশ্বরের কাছে ঈশ্বরের কাছে আত্মিক সমর্পণ, আর মুক্তি বলতে পার্থিব জীবন থেকে নিবৃত্তিকে বোঝানো হয়েছে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে ভক্তির গুরুত্ব এর বিভিন্ন ভাবধারায় পরিলক্ষিত হয়: বৈদিক ধর্ম থেকে পৌরাণিক ধর্ম পর্যন্ত। শ্রী শঙ্করাচার্যের অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের সমালোচনা হিসাবে গড়ে উঠেছিল। ভক্তি আন্দোলন ছিল মূলত নিম্নবর্ণীয় সাধারণ মানুষের আন্দোলন।

মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী গড়ে তোলার সুযোগ না পেয়ে নিম্নবর্ণের অত্যাচারিত মানুষ, হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদনের পথ খুঁজেছিল। দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই আন্দোলনের দীর্ঘ বিস্তার ঘটেছিল ভারতে। এই আন্দোলন সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। এর মধ্যে হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-মুসলিম-শিখ ধর্মের সমন্বয় ঘটেছিল। এর চরিত্র ছিল বস্তুবাদী পরধর্মসহিষ্ণু, মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক। এই আন্দোলনের অন্যান্য অগ্রণী নায়কদের মধ্যে কবীর হলেন (1440-1519)।

'কবীর' শব্দটি আরবী শব্দ যার অর্থ 'মহান' (Great)। তিনি মুসলমান বিশ্বাসের আধ্যাত্মিক মতামতে ছিলেন। তাঁর জন্ম সম্বন্ধে একাধিক জনশ্রুতি (Myth) প্রচলিত আছে। কথিত আছে একজন ব্রাহ্মণ কন্যা জন্মের পর লোকলজ্জার ভয়ে তাকে (লহর তালাও) জলাশয়ে ফেলে। এক মুসলমান দরিদ্র তাঁতি (জোলা) দম্পতি তাঁকে উদ্ধার করেন (কবীরের বাবার নাম ছিল নিরু, মা'র নাম: নিমা), এবং প্রতিপালন করেন। বারাণসীতে তিনি বড়োপ্রাপ্ত হন; কিন্তু তাঁর কোনো প্রথাগত শিক্ষা ছিল না। তিনি ছিলেন তাঁতির বিখ্যাত পণ্ডিত-সন্ন্যাসী রামানন্দের শিষ্য। কবীর ছিলেন সমন্বয়বাদী। তিনি বলতেন "আমি হিন্দুও নই, মুসলমানও নই," এবং "আমি আল্লাহ ও রামের সন্তান"।

কবীরের সমন্বয়বাদী ভাবনা ছিল ভক্তি আন্দোলনের মূল। এই ভাবনাগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো এইরকম:

(ক) ঈশ্বর-আল্লাহ অভেদ। তাঁকে পাওয়ার পথ হলো প্রেম। বিশুদ্ধ মন ও পরিশুদ্ধতার

ঈশ্বর-আল্লাকে মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। প্রত্যেকের মনের অন্তরালে তাঁর বাস। কবীর বলেছেন, 'সাধু সন্তদের কথা মানো, কিন্তু তাদের মাঝে কী তফাৎ আছে কেন?' অর্থাৎ, আসল দিন রাত বলেছেন হিন্দুরা 'ঈশ্বরী' হয়, মিঞা আল্লা প্রভেদ নেই, ঈশ্বর-আল্লারও বহুনাম- কিন্তু ঈশ্বর এক।

দুই/ কবীর জাত, সম্প্রদায় ও বাহ্যিক চিহ্ন অনুষ্ঠানকে মেনে নেননি, তার বিরোধিতা করেছিলেন, কারণ ঈশ্বর-আল্লার দৃষ্টিতে মানুষের ভেদাভেদ নেই, আর মানবতাই বিশুদ্ধ ধর্ম।

প্রঃ তিন/ কবীর তাঁর রচনাবলিতে সমাজের অন্তর্নিহিত বৈষম্যের সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যাঁরা মানুষেরা জাত পাতের মধ্যে - সমাজ পাষাণে আর চুন্নী বা অন্যের আশ্রয় পায় না। এই কারণে তিনি সমাজ কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন, এই সমস্ত কারণে তাঁর সমালোচনা-মূলক হয়েছিল, তাঁর দোঁহাগুলি 'বীজক' থেকে 'ভক্তি আন্দোলন'-এর সম্পদ হয়ে উঠেছিল, পরবর্তী কালে শিখদের 'গুরু গ্রন্থ সাহেব'-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছিল।